"হোলী উৎসব পালনের এবং হোলী রূপে পরিণত করার অলৌকিক রীতি"

আজ হাইয়েস্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ পিতা নিজের হোলীহংসদের মিলন সভায় এসেছেন । প্রত্যেক হোলীহংসের বুদ্ধিতে সদা জ্ঞানের মুক্তো মণি মাণিক্য ভরা আছে। এমন হোলীহংসদের সঙ্গে বাপদাদাও সম্পূর্ণ কল্পে একবারই মিলিত হন। এমন বিশেষ হোলীহংসদের সঙ্গে বাপদাদা সম্পূর্ণ সঙ্গমযুগেই হোলী উৎসব পালন করেন। সংসারীগণ বছরে এক দুই দিন হোলী উৎসব পালন করে কিন্তু পালনের সাথে ক্ষতি-ও হয়ে যায় আর তোমরা হোলীহংসরা পালনও করো লাভের খাতায় উপার্জনও করো , ক্ষতি হয়না । বাপদাদার সঙ্গে সব বাচ্চারা দূরে বসেও হোলী উৎসব পালন করছে । বাপদাদার কাছে দেশবিদেশের বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্প পৌঁছাচ্ছে । সব বাচ্চাদের নয়নে আর মস্তকে পিচকারী দ্বারা প্রেমের ধারা , অতি স্নেহের সুগন্ধিত পিচকারী আসছে। বাপদাদাও রিটার্নে সব বাচ্চাদের নয়নের পিচকারী দ্বারা অষ্ট শক্তি অর্থাৎ অষ্ট রঙের পিচকারী দিয়ে হোলী খেলছেন। বাপদাদা দেখছেন যেমন স্থূলরূপে রঙ দিয়ে লাল রঙের সাহায্যে লাল করে দেয় ; বিভিন্ন রঙের দ্বারা বিভিন্ন রূপে পরিণত করে দেয় তেমনভাবে প্রতিটি শক্তির রুহানী রঙ দ্বারা প্রতিটি শক্তি স্বরূপে , গুণ স্বরূপে পরিণত হয় । দৃষ্টি দ্বারা রূপের পরিবর্তন হয়। এমন রুহানী হোলী পালন করতে এসেছ তাইনা ?

বাপদাদা পুষ্প বর্ষা করে হোলী উৎসব পালন করার পরিবর্তে প্রতিটি বাচ্চাকে চিরকালের জন্যে রুহাব অর্থাৎ আত্মিক স্নেহের নেশা দ্বারা রুহানী গোলাপে পরিণত করছেন। নিজেরাই পুষ্পে পরিবর্তিত হয়। এমন হোলী বাবা আর বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ পালন করতে পারবেনা । জন্মের সাথেই বাবা হোলী উৎসব পালন করে হোলী বা পবিত্র করেছেন। তো তারা উৎসব পালন করে আর তোমরা হোলী স্বরূপ ধারণ করো। সদা প্রত্যেকটি গুণের রঙ , শক্তির রঙ , স্নেহের রঙ লেগে আছেই। এমন হোলীহংস হয়েছ তো তোমরা ? তিলক লাগানোর প্রয়োজন নেই । তোমরা হলে চিরকালের তিলকধারী । অবিনাশী তিলক লাগানো রয়েছে কিনা । যা মেটালেও মিটবেনা। অল্পকালের পরিবর্তে চিরকালের উৎসব পালন করো এবং অন্যদেরও পরিণত করো। তারা মঙ্গল মিলন উপলক্ষ্যে গলায় গলায় মিলন করে কিন্তু তোমরা হোলীহংসরা বাপদাদার গলার হার হয়ে যাও। সর্বদা গলার হার হয়ে চকমকে রত্ন বিশেষ বিশ্বের সামনে দ্যুতি ছড়াও। এক একটি রত্ন এমন চমকদার লাইট স্বরূপ যে হাজার হাজার বাল্বের এমন আলো হয়না । এমন চমকদার রত্ন - নিজের লাইট-মাইট স্বরূপকে জানো তাইনা ! সম্পূর্ণ বিশ্বকে অন্ধকার থেকে রোশনাই -তে নিয়ে আসে এমন চকমকে রত্ন তোমরা। বাপদাদা এমন হোলী হংসবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ দিনের প্রমাণ স্বরূপে রুহানী হোলী উৎসব পালন করছেন।

হোলী জ্বালিয়েছ আর পালনও করেছ। জ্বালানো এবং পালন দুই-ই করতে পারো তো ? জ্বালানোর পরেই উৎসব পালন হয়। সঙ্কল্পের দেশলাই দিয়ে যা কিছু নিজের প্রতি বা সেবা প্রতি ব্যর্থ সঙ্কল্প অর্থাৎ দুর্বলতার সঙ্কল্পের সংস্কার রয়েছে , সবকিছু একত্র করে দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও , একেই বলা হয় শুকনো কাঠ। তো সব ব্যর্থকে একত্র করে দৃঢ় সঙ্কল্পের আগুন লাগাও। তাহলেই জ্বালানো হয়ে গেল। জ্বালানো অর্থাৎ পালন এবং স্বরূপ ধারণ করা। আগুন দিতে পারো তো ? তো জ্বালাও আর পালন করো অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা হোলী রূপে পরিণত করো। এমন হয়না তো আগুন

দিলেও আগুন ধরেনা। দেশলাই কাঠিতেও দেশলাইয়ের বাক্সের সম্পর্ক ছাড়া আগুন ধরেনা । তো বাবার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধ হবে , অভ্যাসের কাঠিতে মশলা ঠিক থাকবে তবে সেকেন্ডে সঙ্কল্প করলেই তৈরী । তো সব সাধন ঠিক চাই। সম্বন্ধও চাই , অভ্যাসও চাই। সম্বন্ধ আছে আর অভ্যাস কম তাহলে পরিশ্রমের পরে সফল হবে। সেকেন্ডে সঙ্কল্প স্বরূপ হতে পারবেনা । বারবার সঙ্কল্প করে পরিশ্রমের পরে সফল হবে। তোমাদের সবার পরিশ্রমের সময় অর্থাৎ ভক্তির সময় শেষ হয়ে গেছে তাইনা । ভক্তির অর্থ-ই হল পরিশ্রম । ভক্তির সময় শেষ হয়েছে মানেই পরিশ্রম শেষ হয়েছে। এখন ভক্তির ফল নেওয়ার সময়। ভক্তির ফল হল জ্ঞান অর্থাৎ প্রেম , পরিশ্রম নয়। ৬৩ জন্ম পরিশ্রম করেছ , একটু বা বেশী, কিন্তু পরিশ্রম তো করেছ তাইনা ! এখন এই একটি জন্মে ভালোবাসতেও পরিশ্রম করবে নাকি ! এখন তো সর্বদা বাবার স্নেহ ভালোবাসার ফল খাও অর্থাৎ সদা ফলপ্রসু হও। ফল খাও অর্থাৎ সর্বদা সফল হও। ফল খাওয়া অর্থাৎ সদা হোলী উৎসব পালন করা বা হোলী (পবিত্র) স্বরূপে পরিণত হওয়া । এখন পরিশ্রম করার , যুদ্ধ করার সংস্কার সমাপ্ত করো। এখনতো রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছ তাহলে আর যুদ্ধ কিসের ? দেবতা পদের ভাগ্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তো এখন পেয়েছ। স্বরাজ্যের মজা বিশ্বের রাজ্যতে নেই। তো রাজ্য ভাগ্যবান আত্মারা এখনও যুদ্ধ কেন করো ? তাই পরিশ্রমের সংস্কার , যুদ্ধের সংস্কার বা সংকল্প রূপী পুরানো কাঠে আগুন দাও। এই হোলী জ্বালাও । বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রমের সংস্কার দেখে দয়া হয়। এখনও পরিশ্রম করবে তো ফল কখন খাবে ? এর মানে কেয়ারলেস হবেনা যে পরিশ্রম করতে হবেনা । কেয়ারলেস নয় বরং সদা স্নেহ ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে থাকবে। লাভলীন হয়ে থাকবে। ভাবলে আর কার্য সিদ্ধ হবে - এমন অভ্যাসী হও। মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে সংকল্প করলেই অনুভূতি হবে - এমন সহজ অভ্যাসী হও। শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানাকে স্বরূপে আনো। কোনও শ্রেষ্ঠ কাজ যখন করো, তখন সাজসজ্জা করো তো, তাই না ! যেমন কাল শৃঙ্গার করেছিলে তাইনা ? (কাল মধুবনে ৫টি কন্যার সমর্পণ সমারোহ হয়েছিল সেই আয়োজনে তাদের খুব সাজানো হয়েছিল) শৃঙ্গারিত সুসজ্জিত মূর্তিও শুভ লক্ষণ । তো তোমরা সদা শুভ কাজে উপস্থিত হও তো সর্বদা গুণের গহনায় সজ্জিত থাকো। শুধুমাত্র বুদ্ধির সিন্দুকে বন্ধ রেখোনা । সদা গুণের গহনায় সজ্জিত মূর্তি স্বরূপ , এই ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সর্বগুণ সম্পন্ন হও। এমন উঁচু থেকে উঁচু বাবার বাচ্চারা সদা সৌভাগ্যবতী , সদা ভাগ্যশালী আত্মারা শৃঙ্গার না থাকলে সাজবে কিভাবে ! সৌভাগ্যের চিহ্ন হল শৃঙ্গার আর রাজ্যকুলের চিহ্ন হল শৃঙ্গার । তো তোমরা কে ? রাজার রাজা করেন যিনি সেই কুলের তোমরা আর সদা সৌভাগ্যবতী । তো গুণের গহনায় সজ্জিত রুহানী মূর্তি স্বরূপে সদা থেকো। এমন হোলী উৎসব পালন করেছ কি ?

মধুবনে হোলী উৎসব পালন করেছ তো ? নাচ গান করা এই হল উৎসব পালন। তো সদা গাও , সদা নাচো আর স্থূলরূপেও নাচো আর গাও। পালন করলে তাইনা ? গেয়েছ , খেয়েছ , যোগও লাগিয়েছ , ভোগও লাগিয়েছ। মনটাও মিষ্টি , মুখেও সর্বদা মিষ্টি । তো হোলী হয়ে গেল তাইনা ! এই হল-ই কল্প কল্পের হোলী । বাকি কি করবে ? গোলাপ-জল ছড়াবে ? গোলাপের পাতা ব্যবহার করবে ? স্বয়ং তোমরাই হলে গোলাপ। বাকি কোনো আশা রয়ে গেলে কাল গোলাপ-জল ঢেলে দিও। রঙে রঙীন তো হয়েই আছো। ঐ রঙ তো মেটাতে হবে আর এই রঙ যত গাঢ় হবে ততই ভাল।

এমনই সর্বদা রূহানী গোলাপ , সর্বদা জ্ঞানের রঙে রঙীন হয়ে , সর্বদা প্রভু মিলনে মগ্ন , সর্বদা গুণের গহনায় সজ্জিত মূর্তি , বাপদাদার কাছের এবং সমান রত্নদের , সে দূরেই থাকুক আর সামনেই থাকুক , কিন্তু সকল হোলী হংসবৃন্দকে বাপদাদা হোলী স্বরূপে পরিণত হওয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সাথে সর্ব লাভলীন আত্মাদের স্নেহপূর্ণ রেসপন্স সহ স্মরণ ভালোবাসা আর সর্ব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের নমস্কার ।

গুজরাটের *পার্টির* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

তোমরা সবাই খুবই বড় ব্যবসায়ী, তাইনা ? বিশ্বের ভিতরে কেউ এত বড় বিজনেস করতে পারবেনা । যারা হুশিয়ার বিজনেসম্যান হয় তারা উপার্জনও বাড়ায়। লৌকিকতার ক্ষেত্রে যখন বৃদ্ধি হয় তখন এক এক করে বিন্দু লাগায়। তোমাদেরও বিন্দু লাগাতে হবে। আমিও বিন্দু বাবাও বিন্দু । বড় থেকে বড় ব্যবসায়ী হয়ে কিন্তু লাগাতে হবে বিন্দু । ৬ বা ৮ লিখতে মুশকিল হতেও পারে কিন্তু বিন্দু তো সবাই লাগাতে পারো । এই হল সহজ এবং শ্রেষ্ঠ । সারাদিন কত বিন্দু লাগাও ? যখন প্রশ্ন আসে তখন বিন্দু মিটে যায়। বিন্দু ছাড়া প্রশ্নও হয়না। তাহলে বিন্দু লাগানোর বিষয়ে সবাই হুশিয়ার হয়েছ তো ? বিন্দু লাগাতে সময়ও লাগেনা । আমিও বিন্দু বাবাও বিন্দু। এরজন্য কেউ বলতে পারবেনা সময় নেই। সেকেন্ডের কথা যে। তো যত সেকেন্ড পাবে বিন্দু লাগাও তারপর রাত্রে বসে গুনে নাও কতগুলি বিন্দু লাগিয়েছ ? কোনো কথাটি ভেবোনা , যে কথাটি ভাববে সেইটি বাড়বে । সব ভাবনা ত্যাগ করে এক বাবাকে স্মরণ করো , এইটিই দুআ বা আশীর্বাদ হয়ে যাবে। স্মরণে অনেক লাভ রয়েছে – যত স্মরণ করবে ততই শক্তি সঞ্চিত হবে , সহযোগ প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা ।

বার্ষিক *মিটিঙের* *জন্যে* *বাপদাদার* *প্রেরণা*

মিটিঙে কোনো না কোনো নবীনতার প্রয়াস তো করবেই । কিন্তু একটি বিশেষ কথা খেয়াল রাখবে যে বাপদাদা প্রথমে ইশারা দিয়েছিলেন যে প্রতিটি জোন নিজের সেবার সহযোগী সম্পর্কে যারা সেবায় নিমিত্ত হয়েছে , এমন পুষ্পগুচ্ছ মধুবনে তৈরী করে নিয়ে এসো। সে যেকোনো বর্গের হোক কিন্তু এমন বিশেষ আত্মা হোক যে সময় অসময়ে সহযোগী হওয়ার নিমিত্ত হতে পারে। এমন সেবা করানোর অর্থে নিমিত্ত স্বরূপ আত্মাদের সামনে আনো। বাপদাদার সামনে নয় কিন্তু মধুবনে নিয়ে এসো গ্রুপ বানিয়ে । তারপর তারা যত এগিয়ে যাবে সবাই কাছে আসবে। তো এই কথাটির উপরে বিশেষ অ্যাটেন্সন দিয়ে , চারিদিকের দেশবিদেশের সব দিকের গ্রুপ সামনে আসা চাই। করছে সকলেই , কিন্তু সামনে আসা চাই আর সেই গ্রুপের দ্বারা সেবাও বেশী হবে কারণ সংগঠনে এসে শক্তি অর্জন করবে। ফ্যামিলী মেম্বার অনুভব করবে আর সঙ্গে মন্সা সেবার উপরেও বিশেষভাবে নিজেদের মধ্যে এক তো স্পষ্ট করা দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে সময় সময়ে বসে মন্সা সেবার বৃত্তির প্ল্যান করা উচিত । রেজাল্ট আনতে হলে সময় প্রমাণ , পরিস্থিতি প্রমাণ বর্তমানে মন্সা সেবার প্রয়োজন বেশী । যেমন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্গ (wings) তৈরী করেছ , কিন্তু প্রত্যেকটি বর্গে এমন সহযোগী গ্রুপ থাকা উচিত , যাতে গভর্নমেন্টের সামনে কি-কি সেবা করা হয়েছে , কতখানি পরিবর্তন হয়েছে , প্র্যাক্টিকাল রেজাল্ট কি এসেছে – প্রতিটি বর্গে সেসব গভর্নমেন্টের সামনে আসা উচিত । যাতে গভর্নমেন্টও যেন বুঝতে পারে এরা সবাই অলরাউন্ড সেবাধারী । শুধুমাত্র রিলিজিয়াস বা ধার্মিক নয় বরং অলরাউন্ড সেবাধারী । যে সেবা-ই হোক না কেন , গভর্নমেন্টকে দাও, তো গভর্নমেন্ট

গ্রুপের রেজাল্ট দেখে তোমাদের অফার করবে যে তোমরা এই কাজে সহযোগী হও। এখনও গভর্নমেন্টের সামনে প্র্যাক্টিকাল মানচিত্র ক্লিয়ার নয় , সেবা অনেক করছ , কিন্তু সবার যেন চোখ খুলে যায় , টিভিতে , খবরের কাগজে আসবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা এই-এই সেবার রেজাল্ট নিয়ে গভর্নমেন্টের সামনে এসেছে , তো প্র্যাক্টিকাল রেজাল্ট দেখাও। এই ছোট ছোট বিঘ্ন গুলি সব শেষ হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত এই ভাব ছিল যে ইহা হল এক ধার্মিক সংস্থা । সোশাল এবং এডুকেশানল আর সব বর্গের ক্ষেত্রে নিমিত্ত , সম্পূর্ণ সৃষ্টির বিভিন্ন বর্গকে পরিবর্তন করতে পারে এমন সংস্থা , কতো জনের মাদক সেবন থেকে মুক্তি করিয়েছ , কত হেল্থ মেলার আয়োজন করাও, গভর্নমেন্টের সামনে কি রেজাল্ট রয়েছে ? একটি খবর ছাপিয়ে দিলে জানা যায়না । প্র্যাক্টিকাল স্টেজে আনার প্ল্যান করো। অনুষ্ঠান করো , প্রদর্শনী করো , অনেক করো কিন্তু তার রেজাল্ট সবার নজরে আসা চাই। তোমাদের যত সেবা আর সেই অনুযায়ী যা রেজাল্ট আছে সেরকম অন্য কোনো সংস্থার নেই। বিভিন্ন বর্গে , বিভিন্ন গ্রামে আর কোনো খরচ না করে শুধু মন দিয়ে , স্নেহ দিয়ে সেবা করো , কিন্তু সবকিছুই গুপ্ত রূপে । বুঝলে । সমঝদার তো বটেই তবে তো মিটিঙে আসো। আচ্ছা ।

বরদান :- আমিত্ব- ভাবের অধিকারকে সমাপ্ত করে ক্রোধ এবং অভিমানের উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী কর্মবন্ধন মুক্ত ভব।

যেখানে আমার ভাবের অধিকার থাকে যে এইরূপ কেন হল , এইটি আমার -তাহলেই ক্রোধ , অভিমান অথবা মোহ আসে। কিন্তু এরা আমার সেবার সাথী , আমার অধিকারের নয়। যখন আমার নয় তখন ক্রোধ , মোহের কর্মবন্ধনও নেই । তো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে একমাত্র বাবাকে নিজের আপন সংসার করে নাও। "এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ " একমাত্র বাবা-ই সংসার হয়ে গেলে কোনোরকম আকর্ষণ থাকবেনা , কোনো কমজোর সংস্কারের বন্ধন থাকবেনা । সব আমার আমার এক আমার বাবার মধ্যে সমায়িত হবে।

শ্লোগান : মাস্টার সর্বশক্তিমান সে-ই হয় যে সময় অনুযায়ী প্রতিটি গুণ , প্রতিটি শক্তিকে কাজে লাগায়*।